DEPARTMENT OF SANSKRIT

SEMESTER – IV (HONOURS)
SANS-H-CC-T-09
DIPAK NANDI

❖রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকে বর্ণিত কতিপয় চরিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ।

- ভূমিকা : ডাকঘর নাটকে একাধিক চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র হল অমল । কোন কোন চরিত্র নাটকের প্রথম থেকে অন্তিম পর্যন্ত উপস্থিত থাকলেও, কিছু চরিত্র আবার নামে মাত্র উপস্থিত ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ডাকঘরের মূল পান্ডুলিপিতে কোন স্ত্রীচরিত্রের উল্লেখ ছিল না, রবীন্দ্রনাথ পরে সুধা চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন এবং নাটকে সংযোজন করেছেন ।ডাকঘরের প্রধান চরিত্রগুলি হল - অমল, মাধবদত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, কবিরাজ ও সুধা । এককথায় ডাকঘর নাটকটি রবীন্দ্রনাথ মনের আবেগকে বিশেষ বাণীর দ্বারা প্রকাশ করেছেন মাত্র ।ডাকঘর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে,

‘এর মধ্যে কোন গল্প নেই, এ গদ্য লিরিক, আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা ।’

- অমল : এই নাটকের প্রধাণ চরিত্র অমল। তার পিতৃ-মাতৃ পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত । অমল হল মাধব দত্তের স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো । দীর্ঘদিন ধরে তার স্ত্রী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহনে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তাই মাধবদত্ত অমল কে বাড়িতে নিয়ে আসেন ।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর নাটকটিতে অমল চরিত্রটি যেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিরূপ ।

- মাধবদত্ত : ডাকঘর নাটকের আরেকটি আদ্যন্ত চরিত্র হল মাধবদত্ত। মাধবদত্ত অমলের পিসেমশাই । স্ত্রীর অনুরোধে অমলকে পুত্ররূপে গ্রহন করে, এবং তার প্রতি এক নিগুঢ অপত্য স্নেহ তৈরী হয় । তিনি এতদিন কেবল নেশার মতো অর্থ উপার্জন করেছেন, কিন্তু তাতে কোন আনন্দ ছিল না , কারণ তার অর্থ উপার্জনটি ছিল বৈষয়িক । এখন অমলকে পেয়ে যেন উত্তোরাধিকারের জন্য মহানন্দে অর্থ উপার্জন করছেন ।যেহেতু নাটকের প্রথম থেকেই অমল অসুস্থরূপে অঙ্কিত হয়েছে , তাই আমরা দেখতে পাই যে, মাধবদত্ত আপন পুত্র স্নেহে প্রতিটি মুহুর্তে তার আরোগ্য লাভের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে ।

- ঠাকুরদা : ডাকঘর নাটকটিতে ঠাকুরদা চরিত্রটি অধ্যাত্মসাধনার প্রতিমূর্তি বা অরূপের ঈঙ্গিতবহ দূতরূপে উপস্থাপিত হয়েছে । ঠাকুরদা রসিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন । নাটকের প্রথম দৃশ্য থেকেই ঠাকুরদা উপস্থিত থাকলেও , অমলের সঙ্গে পরিচয় হয় মাধব দত্তের উক্তির মাধ্যমে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রাজা, অচলায়তন এবং ডাকঘর এই তিনটি নাটকে ঠাকুরদাকে উপস্থিত করেছেন অধ্যাত্মসাধনার প্রতিমূর্তি বা অরূপের ঈঙ্গিতবহ দূতরূপে ।প্রথম পরিচয়েই সে যেন অমলের বহু পূর্ব পরিচিত এবং তার অসুস্থতার কথা শুনে , নিরাময়ের উপায় ও মুহুর্তের মধ্যে বলে দিয়েছেন । এককথায় তিনি যেন মুক্তির প্রতীক ।

- মোড়ল : রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকটিতে এই মোড়ল চরিত্রটি প্রথমে ছিল না, পরে সংযোজন করা হয় । এই মোড়ল চরিত্রটি অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও অহংকারে পরিপূর্ণ ।সে অমলের সাথে প্রথম থেকেই অত্যন্ত ব্যঙ্গার্থক ও তীব্র কর্কশ ভাষায় কথা বলে। সমালোচক শ্রী কনক বন্ধ্যোপাধ্যায়ের মতে , ‘‘ মোড়ল অবিশ্বাসী নাস্তিক । পরমাত্মা যে অনাদিকাল ধরিয়া বিচিত্রসৌন্দর্যের লিপি মারফৎ মানবাত্মার কাছে তাঁহার মিলনবাণী পাঠাইতেছেন, ইহা সে বিশ্বাস করে না । বরং এইরূপ ভাবকে

সে ব্যঙ্গ ও উপহাসই করে । রাজা তাহার কাছে চিঠি লিখিবেন, অমলের এই কথা শুনিয়া মোড়ল হো-হো করিয়া হাসিয়া বলে, ‘রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে ! তা লিখবে বইকি! তুমি যে তার পরম বন্ধু ! ক’দিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে ; খবর পেয়েছি !’’

- কবিরাজ : কবিরাজ চরিত্রটি স্বল্প স্থানজুরে থাকলেও নাটকের সূচনাতে আমরা তাকে দেখতে পায় । কবিরাজ অমলের চিকিৎসা করেছেন শাস্ত্র ও পুঁথি পাঠ করে , তাই তো তিনি অমলকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘরের মধ্যে বদ্ধ করে রেখেছেন । কিন্তু ‘রূপ-রস-গন্ধবতী ’ যে বাইরের এক জগৎ আছে , তা তিনি জানেন না ও মানেন না ।তিনি অমলের চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কোন বুদ্ধির প্রয়োগ করেননি , কেবল মাত্র পুঁথি অনুসরণ করেছেন । কবিরাজ যখন সব আশা ত্যাগ করেছেন তখন রাজকবিরাজের আদেশে তার সব নির্দেশ বাতিল হয়ে যায় ।

- সুধা : জাগতিক প্রেমের এক সৌন্দর্যময় সত্ত্বা হল সুধা । সুধার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কিছু বার্তালাপের পর সুধা যখন চলে যায় ,তখন সে আবার ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি অমলকে দিয়েছিল । দ্বিতীয়বার সুধা যখন ফুল নিয়ে অমলের কাছে এসেছিল , তা যেন ছিল জাগতিক ভালবাসার প্রতি চিরন্তন আকর্ষন । শেষ দৃশ্যে সুধা রাজকবিরাজকে একটি কথা অমলকে বলতে বলেছিল যে, ‘‘ সুধা তোমাকে ভোলেনি’’ ।

****